প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন তৃণমূলে কাজ করা ছোট ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্ষুদ্র ঋণে সার্ভিস চার্জ কমানোর চিন্তা অযৌক্তিক এবং এ খাতটির ভারসাম্যপূর্ণ এবং সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধির অন্তরায়

ঢাকা, ১ আগস্ট ২০১৭। আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তৃণমূলে কাজ করা ছোট ক্ষুদ্র ঋণদানকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ঋণের সার্ভিস চার্জ কমানোর সাম্প্রতিক উদ্যোগে উদ্বেগ প্রকাশ করে, এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সংবাত সম্মেলন আয়োজকরা আশংকা করেন, সার্ভিস চার্জ কমানো হলে দেশে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদিত ৬৫৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঋণদানকারী ছোট ৫০৫টি প্রতিষ্ঠানই (৭৭% প্রতিষ্ঠান) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট (ইনাফি)-এর আতিকুন নবী'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন এসএএসইউএস'র শোভা রাণী মণ্ডল (টাঙ্গাইল), এসইউএস'র এম রফিকুল ইসলাম (মির্জাপুর), ইউএসএ'র তাজুল ইসলাম (নারায়নগঞ্জ), ডিপিইউএস'র আরজুমান বেগম (খুলনা), এইউপি'র মজিবুল হক ফারুকি (ঢাকা), বিইডিও'র ড. তাসনিম আহমেদ (ঢাকা), এআরএস'র শামসুল হক (যশোর), কোস্ট ট্রাস্টের রেজাউল করিম চৌধুরী, মোস্তফা কামাল আকন্দ এবং তারিক সাঈদ হারুন, এফএনবি'র মোসাদ্দেক, সিডিএফ'র আব্দুল আওয়াল। উপকূলীয় এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কোস্ট ট্রাস্টের সহযোগিতায় সংবাদ সম্মেলনটি যৌথভাবে আয়োজন করে এসএএসইউএস, এসইউএস, ইউএসএ, ডিপিইউএস, এইউপি, বিইডিও, এআরএস, বাংলার মেলা সংস্থা, স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা, সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে কোস্ট ট্রাস্টের তারিক সৈয়দ হারুন লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ১) এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণের সার্ভিস চার্জের হার কম, বাংলাদেশে এটি বর্তমানে ২৭%, ২) তৃণমূলে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কাজ করা ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক উদ্বৃত্ত মাত্র ৯.৮%, অন্যদিকে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর এই হার প্রায় ৪৬%, ৩) তৃণমূলের প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং দুর্যোগে আক্রান্ত তৃণমুলে তারাই সবার আগে সাড়া দেন, ৪) এসব ছোট প্রতিষ্ঠান, যাদের ১ থেকে ১০ টা শাখা আছে তারা খুব কমই ব্যাংক বা পিকেএসএফ'র মতো প্রতিষ্ঠান থেকে কোন আর্থিক সহযোগিতা পায়, ৫) ক্ষুদ্র ঋণের সার্ভিস চার্জ কমানো হলে ৫০৫টি প্রতিষ্ঠানের অস্বিত্ব হুমকির মুখে পড়বে, এবং এর ফলে এই ক্ষেত্রটির সুষম প্রবৃদ্ধি এবং ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে।

শোভা রাণী মণ্ডল কিভাবে কোনও দাতা সংস্থার সহায়তা ছাড়া তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে নারী উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করছেন তার কিছু বিবরণ তুলে ধরেন। তাজুল ইসলাম কিভাবে একটি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান তৈরি করছে তা তুলে ধরেন। মজিবুল হক ফারুকি বলেন, সরকারি কর্মচারিদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও বেতন বাড়াতে হয়েছে। সরকারের তাই উচিৎ হবে সার্ভিস চার্জ আরও বাড়ানো। শামশুল হক কিভাবে তার প্রতিষ্ঠানের দুটি শাখা পানিবন্দী মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় বন্ধ করেছেন তার বর্ণনা তুলে ধরেন।

রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট এবং গ্র্যান্ড বারগেনের আলোকে এই ছোট আকারের ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার রাখে, কারণ এক্ষেত্রে একচেটিয়া কাজ করার কোনও সুযোগ কাউকে দেওয়া ঠিক হবে না। আব্দুল আওয়াল বলেন, তৃণমূলের ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তেমন একটা সহায়কতা পায় না, এমতাবস্থায় সার্ভিস চার্জ কমানো হলো এদের অস্তি বিপন্ন য়ে যাবে। বাংলাদেশে এই খাতে সার্ভিস চার্জ কোনও সমস্যাই নয়। আতিকুন নবী বলেন, সরকারকে শুধু টিকে থাকার কথা চিন্তা করলে হবে না, তাকে ভাবতে হবে সমতার কথা। অন্যথায় গুরুত্বপুর্ণ এই খাতটি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে।

বার্তা প্রেরক: মোস্তফা কামাল আকন্দ, ০১৭১১৪৫৫৫৯১